भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182.Rd

पुस्तक संख्या
Book No. 84.7

रा० पु०/ N. L. 38. V.8, pt.1

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

182. Rd. 84.7.

No. VIII.

Under the patronage of the Government of Bengal, and dedicated, by permission, to the Governor General of India.

ENCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

Or a series of publications in English and Bengali,

COMPILED FROM VARIOUS SOURCES,

ON HISTORY, SCIENCE, AND LITERATURE,

EDITED

BY THE REV. K. M. BANERJEA.

"ψυχης ιατρειον"

Diod. Sic. 1. 49.

Geography.

PART I.

CALCUTTA:

OSTELL AND LEPAGE, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1848.

GEOGRAPHY.

665. LL 11 56.

PART I.

ONTAINING A DESCRIPTION OF ASIA AND EUROPE.

Compiled from

MURRAY'S ENCYCLOPÆDIA OF GEOGRAPHY, MALTE BRUN'S GEOGRAPHY, AND OTHER WORKS.

PART I.

Calcutta

OSTELL AND LEPAGE P. S. D'ROZARIO AND CO.

1848.

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4517
DATE 14/10/09
CALCUTTA

182. Rd. 84. 7.

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচনা

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

সংগৃহীত।

অষ্টম কাণ্ড

ভূগোল বৃত্তান্ত

প্রথম ভাগ

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ সরেন্স
সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
ইং ১৮৪৮। শক ১৭৬৯।

CONTENTS.

	Pages.
Preliminary observations,	2
Definitions of terms,	10
A general view of the Globe,	17
ASIA,	22
Hindustan,	27
Afghanistan,	53
Persia,	56
Turkey in Asia,	59
Thibet,	69
Tartary,	71
Asiatic Russia,	75
Burmah,	79
Siam,	81
Cambodia,	83
Cochin China,	*Ib*
Malacca,	58
China,	86
The Asiatic Islands,	91
General Summary of Asia,	97
EUROPE,	98
Great Britain and Ireland,	104
France,	132
Spain,	139
Portugal,	142
Italy,	143
Swizerland,	148
Germany,	158
Holland and Belgium,	157
Hungary,	159
Polland,	160
Denmark,	161
Sweeden and Norway,	162
Russia in Europe,	163
Turkey in Europe,	165
Greece,	167
The Ionic Republic,	168
General Summary of Europe,	169

GEOGRAPHY.

GEOGRAPHY.

PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE PROGRESS OF GEOGRAPHICAL INVESTIGATION.

Geography is a description of the surface of our globe, and treats of the divisions of that surface, natural and artificial, as well as of the varieties of the human race inhabiting it, and of the climate, soil, and productions of the different countries spread over it.

As our knowledge of the earth's surface, beyond the limits of our own experience, must necessarily depend upon the accounts of voyagers and travellers, geography could not be very successfully cultivated before the invention of the mariner's compass, and while the art of navigation was consequently in a rude state. By contemplating the phenomena of day and night, and the circular form of the shadow cast upon the moon's disk at the time of a lunar eclipse, scientific men might find out the shape of our globe; but they could not determine the divisions of its surface without actual observation. Mere conjecture could not discover the boundaries of seas and oceans that were not explored by navigation, nor depict the situation of

ভূগোল বৃত্তান্ত।

ধরাতলের বর্ণনাকে ভূগোল বৃত্তান্ত কহা যায়। তাহাতে ধরাতলের স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বিভাগ এবং নানা জাতীয় নরলোকের আকার প্রকার তথা দেশ দেশান্তরের বায়ু মৃত্তিকা এবং ফলমূলাদির বিবরণ উপলব্ধি হয়।

আমরা স্বচক্ষে ধরাতলস্থ যে২ দেশ দেখিয়াছি তদতিরিক্ত অংশ অবগত হইতে বাসনা করিলে জলে স্থলে ভ্রমণকারিদিগের রচিত বৃত্তান্ত পাঠ করিতে হয় সুতরাং কম্পাস নামক দিগ্নির্ণায়ক যন্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভূগোল শাস্ত্রের অধিক অনুশীলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না কেননা তৎকালে নাবিকতা কার্য্যের উত্তম উপায় ছিল না। জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতেরা অহোরাত্রের বিধান এবং চন্দ্রগ্রহণ কালে ইন্দু মণ্ডলস্থ বর্ত্তুলাকৃতি ছায়া অবলোকন করিয়া অনুমান দ্বারা পৃথিবী মণ্ডলের আকৃতি নির্ণয় করিতে পারেন কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পৃথ্বী তলস্থ দেশ দেশান্তরের বিশেষ বর্ণনা করা যায় না, অতএব নাবিকেরা জাহাজ যোগে যে২ সাগরের পার দর্শন করিতে পারেন নাই সিদ্ধান্তকারেরা কেবল চিন্তা শক্তিতে তাহার সীমার সম্যক্ নির্ণয়ে অসমর্থ

countries and cities, of mountains, lakes, and rivers, that were unseen and unknown.

Ancient inquirers whether of Europe or Asia, unable to explore any but the Mediterranean and a few other inland seas, or to penetrate into the recesses of countries not under the political influence of their own governments, were acquainted with a small portion only of the earth they inhabited. Not only America, and the large clusters of islands scattered over our three great oceans, but numerous districts, towns, and villages in the old continent itself, were excluded from their *orbis terrarum*. Enterprize, warlike and commercial, had, indeed, contributed to important discoveries both by sea and land, but the information thereby acquired would be considered a very *moderate* knowledge of geography in our days.

"Homer had figured the world as a circle begirt by "the great strength of ocean," and this belief in a circumambient flood long continued to prevail. It was implicitly received by many geographers, and, being carried onwards with the advance of science, was from time to time reconciled to the varying theories and conjectures of the increased knowledge of succeeding ages. Thus, long after the spherical form of the earth was taught, the existence of its ocean-girdle was credited; and in the geographical systems of Eratosthenes, Strabo, Mela, and others, the waters of the Atlantic were depicted as laving on the one hand

হয়েন আর যেং দেশ গ্রাম জনপদ হ্রদ শৈল নদ নদী দৃষ্টি গোচর হয় নাই তাহারও যথার্থ বর্ণনা করিতে পারেন না।

ইউরোপ অথবা এসিয়া খণ্ডস্থ পূর্ব্বতন ভূগোল জিজ্ঞাসুরা স্থল মধ্যস্থিত মেদিতরেনিন প্রভৃতি কএক উপসাগর বিনা অন্য কোন সমুদ্রের পার দর্শন করিতে পারেন নাই এবং যেং দেশ তাঁহারদের স্বং দেশীয় রাজার অধীন ছিল না তথাকার নিভৃত গ্রামাদিতেও গমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন সুতরাং ধরাতলের অত্যল্প অংশ তাঁহারদের বিদিত ছিল। তাঁহারা আমেরিকা এবং পৃথিবীর তিন মহা সাগরস্থ উপদ্বীপ নিকরের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং যে মহাদ্বীপে বাস করিতেন তত্রত্য ভূরিং দেশ গ্রাম নগরাদিও তাঁহারদের জ্ঞাত পদার্থের বহির্ভূত ছিল। তাঁহারদের মধ্যে অনেকে বাণিজ্য অথবা দিগ্‌বিজয় করিবার বাসনায় উৎসুক হইয়া জলে স্থলে নূতনং দেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পৃথিবীর বিষয়ে যে জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছিল ভূগোল শাস্ত্রের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি বিবেচনা করিলে তাহা অতি সামান্য বোধ হইবে।

"হোমের নামে মহাকবি মহীমণ্ডলকে প্রবল মহা.সাগরে পরিবেষ্টিত বৃত্ত স্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরেও অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে ধরাতলের প্রান্তে ঐ প্রকার বলয়াকৃতি জলধি আছে, ভূগোল বেত্তারাও প্রমাণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ মত গ্রহণ করিতেন। পরে বিদ্যার উন্নতি প্রযুক্ত নূতনং পদার্থ প্রকাশ হওয়াতে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত মতকে নানা কৌশলে যুক্তি সঙ্গত করিতে যত্ন করিলেন অতএব পৃথিবী মণ্ডলের গোলত্ব সপ্রমাণ হইলেও সকলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত লেখলাকৃতি সাগরের বৃত্তান্ত গ্রাহ্য করিত। সুতরাং ইরাতস্থিনিস স্ত্রাবো মেলা প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যে ভূগোল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণিত ছিল যে আটলাণ্টিক

the shores of Europe, and encircling on the other the mysterious regions of Scythia and India. Nay, so far had the speculations of philosophy outstripped the rude navigation of the times, that the possibility of crossing this unknown ocean was more than once contemplated. Having formed an estimate of the circumference of the globe, Aristotle conceived that the distance between the pillars of Hercules and India must be small, and that a communication might be effected between them. Seneca with more confidence affirmed, that with a fair wind a ship would sail from Spain to the Indies in a few days. But these notions were far from being universally received. Herodotus had early denied the existence of this circle of waters; and those who maintained the affirmative, reasoned on grounds manifestly hypothetical, and beyond the narrow limits of their knowledge. Of the northern countries of Asia they knew nothing, nor were they acquainted with the extensive regions beyond the Ganges,—a vast space which they filled with their eastern sea, which thus commenced where their information stopped, and all beyond was dark. The progress of discovery at length brought to light the existence of lands in those portions of the globe supposed to be covered by the ocean; but proceeding with undue haste, it was next imagined that Asia extended eastwards in an indefinite expanse. It was figured thus by Ptolemy, the last and greatest of the ancient geographers. He

মহা সাগর পৃথিবীর পরিধি স্বরূপ হইয়া ইউরোপের পশ্চিম কূল এবং ভারতবর্ষ ও সিদিয়ার অর্থাৎ শকের-দের ভূমির নিভৃত গ্রামাদি প্রদক্ষিণ করে। তাৎকালিক লোকেরদের যদিও নাবিকতা কার্য্যে নিপুণতা ছিল না তথাপি তাহারা অনুমান ন্যায়েতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া বারম্বার ঐ মহাসাগর পার হইবার কল্পনা করিয়াছিল। অরি-স্ততিল নামক ন্যায় বিশারদ পণ্ডিত পৃথিবীর পরিধি গণনা করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ অবশ্য স্পেন সন্নিহিত হর্কুলিসের স্তম্ভের অদূরে থাকিবে সুতরাং ঐ দুই স্থলের মধ্যে সহজে যাতায়াত করা যাইতে পারে। সেনেকা বিশেষ সাহস করিয়া কহিয়াছিলেন যে বায়ুর সুবিধা হইলে অল্প দিবসের মধ্যে জাহাজ যোগে স্পেন হইতে ভারতবর্ষে যাইতে পারা যায়। কিন্তু উক্ত প্রকার কল্পনা সকলের গ্রাহ্য হয় নাই হিরদতস আদৌ বলয়াকৃতি সাগরের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ছিলেন এবং যাঁহারা গ্রাহ্য করিয়া ছিলেন তাঁহারাও হেতুবাদ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই কেবল অদৃষ্ট পদার্থের কল্পনা করিয়াছিলেন ফলতঃ তাঁহারা এস্যা খণ্ডের উত্তর অঞ্চলস্থ অথবা গঙ্গার অপর পারস্থিত প্রশস্ত দেশের বিষয় কিছুই জানিতেন না, সেই বিস্তীর্ণ দেশকে জলধিতে ব্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া অনুমান করিতেন যে তাঁহারদের দৃষ্ট ভূমির প্রান্তে অপার সমুদ্র আছে যাহার পরিমাণ করা অসাধ্য। পরে ক্রমশ দূরে গমন করাতে যে২ দেশকে অগাধ সাগর জ্ঞান করিয়াছিল তথায় নূতন২ জনপদ প্রকাশিত হইতে লাগিল. কিন্তু অবিবেচনা পূর্ব্বক ত্বরায় ভূগোল নির্ণয় করাতে লোকে মনে করিল যে পূর্ব্বাঞ্চলে এস্যা খণ্ডস্থ ভূমির সীমা নাই। তলমি পূর্ব্বতন ভূগোল বেত্তারদের মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন এবং সর্ব্বশেষে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনিও ঐ রূপ অসীম ভূমি কল্পনা করিয়া পৃথিবীর চিত্রিত পটে ভূগোল

removed from his map the Atlanticum Mare Orientale (the eastern Atlantic,) which had so long marked the confines of geographical research, and exhibited the continent as stretching far beyond the limits previously assigned to it. His knowledge did not enable him to delineate its eastern extremity, or the ocean beyond: he was, therefore, induced to terminate it by a boundary of "unknown land."

"With Ptolemy ceased not only the advance of science, but even the memory of almost all that had been formerly known. The long night which succeeded the decline of the Roman Empire was now closing in, and a dreary space intervened before its shadows were dispelled by the dawn of a brighter day than the world had yet witnessed.

"The first gleam of light came from the East, where the Arabs pursued the study of geography with the utmost ardour. Their systems again revived the belief in a circumambient ocean, which bound the earth like a zone, and in which the world floated like an egg in a basin. That portion in this belt of waters which was imagined to flow round the north eastern shores of Asia, they called by the name of "The Sea of Pitchy Darkness." The Atlantic had by the Greeks been regarded as a fairy scene, where the Islands of the Blest were placed, in which under calm skies, surrounded by unruffled seas and amid groves of the sweetest odour, the favored of the gods enjoyed everlasting

বেত্তাদের দৃষ্ট স্থলের প্রান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্য আটলান্টিক সাগর না লিখিয়া অগ্রে নির্ণীত সীমার অতিরিক্ত অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থলময় দ্বীপের বিস্তার বর্ণনা করিয়াছিলেন ফলতঃ তিনি দ্বীপের প্রাচ্য সীমা অথবা তৎসন্নিহিত সাগর বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই সুতরাং দৃষ্ট ভূমির প্রান্তে "অদৃষ্ট ভূমি" কল্পনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

অপর তলমির পঞ্চত্ব হওয়াতে বিদ্যা বৃদ্ধির শেষ হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যে২ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও সকলে বিস্মৃত হইতে লাগিল বিশেষতঃ রোমান রাজ্যের ক্ষয়োপক্রমাবধি জ্ঞানজ্যোতির তিরোধান আরব্ধ হইল তাহাতে অনেক কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার প্রভা রাত্রির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া থাকিল কিন্তু পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজোময় বিদ্যা রূপ প্রভাকর প্রকাশের উপক্রম হওয়াতে অজ্ঞান রূপা যামিনীর অবসান ও অবিদ্যা তিমিরের উচ্ছেদ হইল।

বিদ্যার লোপ হইলে পর প্রথমতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে জ্ঞান জ্যোতির যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ হয় সেখানে আরবি লোকেরা ভূগোল বিদ্যার অনুশীলনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল তাহারদের ভূগোল সিদ্ধান্তে বলয়াকৃতি সাগরের বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের পুনশ্চ বিশ্বাস জন্মিল এবং সকলে মনে করিতে লাগিল যে মহীমণ্ডল বারিধিতে বেষ্টিত আছেন এবং জলপাত্র স্থিত অণ্ডের ন্যায় সাগরোপরি ভাসিতেছেন। এই বলয়াকৃতি সাগরের যে অংশ এস্যার উত্তর পূর্ব্বপার্শ্ব বেষ্টন করিত উক্ত ভূগোল বেত্তারা তাহার নাম ঘোরতর তিমির সমুদ্র রাখিয়াছিল। গ্রীকেরা আট্‌লান্টিক মহাসাগরকে অতি রমণীয় জ্ঞান করিত তাহারদের বোধে সেই সাগর মধ্যে শুভাদৃষ্ট জনগণের আশ্রম স্বরূপ উপদ্বীপ ছিল দেবপ্রিয় মহাত্মারা সেখানে সমুদ্রের স্থিরজলে বেষ্টিত হইয়া সুরভি ফল পুষ্প বিশিষ্ট নিকুঞ্জবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস করত অক্ষয়

peace and happiness. This fable found no place among the Arabs, who bestowed on that ocean the name of "The sea of Darkness," and filled their imaginations with appalling pictures of its storms and dangers. Xerif al Edrisi, one of the most eminent of their geographers, who wrote about the middle of the twelfth century, observes,—"No one has been able to verify any thing concerning it, on account of its difficult and perilous navigation, its great obscurity, its profound depth and frequent tempests; through fear of its mighty fishes and its haughty winds; yet there are many islands in it, some peopled, others uninhabited. There is no mariner who dares to enter into its deep water; or, if any have done so, they have merely kept along its coasts, fearful of departing from them. The waves of this ocean, although they roll as high as mountains, yet maintain themselves without breaking; if they broke, it would be impossible for a ship to plough them."*

The Hindus were still less successful in their geographical researches than the Greeks or the Arabians. Content with the wealth and plenty which their own fertile plains produced, they felt no anxiety for transmarine commerce; and though not devoid of

* Edinburgh Cabinet Library.

সুখ এবং শান্তি ভোগ করিতেন। কিন্তু আরবিরা এ প্রকার গল্প অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সাগরকে তিমির সমুদ্র কহিত এবং নানাবিধ আপদ ও দুর্যোগের আধার কল্পনা করিত জেরিফ আল এদ্রিসি নামক প্রসিদ্ধ আরবি ভূগোলবেত্তা খ্রীষ্টের পর ন্যূনাধিক সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসরান্তে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনি কহেন "উক্ত সমুদ্র অতি দুর্গম এবং অপার তাহাতে জাহাজ যোগে যাত্রা করিতে ভয় জন্মে তাহার জল অতলস্পর্শ এবং তরঙ্গ ভয়ানক অধিকন্তু তথায় তিমিঙ্গিলাদি জল জন্তুর এবং প্রচণ্ড বায়ুরও মহাভয় আছে একারণ তত্রত্য কোন বিষয়ের নির্ণয় হয় নাই কেবল এই মাত্র নিশ্চিত হইয়াছে যে তথায় ভূরি২ উপদ্বীপ আছে তাহার মধ্যে কএকটা নির্ম্মনুষ্য কএকটা জনপদ। কোন নাবিক তথাকার অগাধ জলে গমন করিতে সাহস করে না যদি কেহ কখন গিয়া থাকে তবে কেবল তটের নিকট দিয়া যাত্রা করিয়াছে সমুদ্রের মধ্য ভাগে যাইতে ভীত হইয়াছে। ঐ মহাসাগরের তরঙ্গ পর্ব্বত তুল্য উন্নত হইলেও তাহা মহাবেগে পতিত হয় না কেননা তাহা হইলে তথায় কোন প্রকারে জাহাজ চলিতে পারিত না"।

হিন্দুরা ভূগোল নির্ণয়ে গ্রীক এবং আরবি লোকাপেক্ষাও অক্ষম ছিলেন, আপনারদের ফলপুষ্প শোভিত দেশে রাশি২ ধন সম্পত্তি থাকাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সমুদ্র পারে বাণিজ্য করিতে উৎসুক হইতেন না, এবং সাহস ও যুদ্ধ

courage or military skill, they felt no thirst for foreign conquests; no Sesostris, or Alexander, or Cæsar animated them with the prospects of victory and triumph beyond the limits of their native land, or promised possessions in any country richer than their own Aryavarta. The spirit of adventure was totally unknown. Neither the merchant, nor the hero, nor yet the philosophical inquirer felt a desire of investigating the political, or physical aspects of any kingdom on the other side of the Indus, or the Brahmaputra, or of the Himalaya. The natural boundaries of Hindustan set limits also to the curiosity of the Indian mind.

Accordingly no traces can be discovered in the ancient chronicles of the Hindus of the geography or history of countries not included in India. Bhaskaracharya himself, the celebrated author of the Siddhanta Siromani, who entertained right notions of the spherical shape of our globe, and successfully combated the vulgar theory of its being a plain, fell into strange mistakes when he undertook to describe the earth's surface. Not only did the place Lanka (Ceylon) and Romakapattan (Rome) on the equator at a distance of 90 degrees from each other, but he likewise imagined two other cities, Siddhipura and Yomakoti, as the antipodes of Lanka and Romakapattan, which probably never existed except in the geographer's own fancy. He also assented, though apparently with great reluctance, to the mythological legend of the

কৌশলে বিরহিত না হইলেও বিদেশীয় রাজ্য জয় করিতে উৎসাহী হয়েন নাই, শিসস্ত্রিস অথবা আলেগ্‌জন্দর কিম্বা সিজরের ন্যায় কোন বীর তাহারদিগকে জন্মভূমির বহিস্থ দেশ দেশান্তরে গিয়া জয় পদবী বিস্তার করিতে উৎসাহ প্রদান করেন নাই, এবং আপনারদের আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি অপেক্ষা কোন ধনাঢ্য রাজ্যের ভূমি ভোগ করিবারও প্রত্যাশা দেন নাই ফলতঃ পৃথিবী দর্শন অথবা কোন দুঃসাধ্য সাধনে হিন্দুরদের যত্ন মাত্র ছিল না। ধনাকাঙ্ক্ষি বণিক্ কিম্বা জয়াকাঙ্ক্ষি শূর বীর অথবা বিদ্যাকাঙ্ক্ষি পণ্ডিত কেহই সিন্ধু নদীর পশ্চিম কিম্বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব অথবা হিমালয়ের উত্তরে কোন দেশের রাজনীতি অথবা নগর ভূম্যাদির বিষয় জানিতে বাসনা করেন নাই ভারতবর্ষের সীমাতেই তাহারদের পদার্থ বোধেচ্ছার সীমা হইয়াছিল।

অতএব হিন্দুরদের পুরাণ গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন দেশ সম্বন্ধীয় ইতিহাস অথবা ভূগোল বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ মাত্র নাই সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচক মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য যিনি পৃথিবীর গোলত্ব উত্তমরূপে উপপন্ন করিয়া ধরাতলের সম ভূমিত্ব বিষয়ক লৌকিক ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছিলেন তিনিও ধরাতলস্থ দেশ দেশান্তর বর্ণনা কালে ঘোরতর ভ্রমকূপে পতিত হইয়াছিলেন তিনি কেবল লঙ্কা এবং রোমক পত্তন নামে দুই নগর বিষুবৎ রেখোপরি পরস্পর নবতি অংশ দূরে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন এমত নহে কিন্তু সিদ্ধিপুর এবং যমকোটি নামে অন্য দুই জনপদকেও ক্রমশঃ তাহারদের বিরুদ্ধপদি রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন বোধ হয় সিদ্ধিপুর এবং যমকোটি আচার্য্যের অনুভব স্থল ব্যতীত বাস্তবিক কোন স্থানে স্থাপিত নাই। অপর পুরাণে যে সমকেন্দ্র বৃত্তাকার সপ্তদ্বীপ এবং মধ্যে লবণ দধি দুগ্ধাদি বিশিষ্ট বলয়াকৃতি সপ্ত সমুদ্রের বর্ণনা

seven concentric continents, with as many circumambient floods of various liquids intervening between them.

The poets placed Hindustan in a continent which they called the Jambu Dwipa, and supposed to be surrounded by a sea of salt. They fancied six other insular continents which they named the Plaksha, the Salmali, the Kusa, the Krauncha, the Saka, and the Pushkara; encircled respectively by six oceans, the Ikshu (juice of the Sugar cane), the Surá (wine), the Sarpi (clarified butter), the Dadhi (curds), the Dugdha (milk), and the Jala (fresh water). Some scholars have attempted to verify these continents; the Kusa is supposed to be indicative of Cush, and the Saka of northern Asia, the land of the Scythians or Sacas. The analogy in the names is not, perhaps, so far chimerical; though the fantastic description of the contents of most of the seas, and of the complete isolation of the continents from one another is a formidable obstacle to their verification consistently with the legends. The poets have, however, spoken of the seven imaginary continents and seas, and of the rivers, mountains, cities, in Plaksha and others, with the same seriousness and confidence, as of the real mountains, cities, and rivers of Hindustan; and this compound of true topography and fictitious geography is often found in the same chapter or division of a poem.

আছে তাহা আচার্য্যের মনোগত না হইয়া থাকিবেক কিন্তু তিনি তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান যে মহাদ্বীপোপরি স্থাপিত আছে তাহাকে কাব্যকারেরা জম্বু দ্বীপ কহেন এবং লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত জ্ঞান করেন. তাঁহারা প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর নামে ঐ রূপ আরো ছয় দ্বীপের কল্পনা করিয়া ক্রমশঃ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল প্রভৃতি দ্রব্যময় ছয় সাগরে বেষ্টিত জ্ঞান করেন। কোন২ পণ্ডিতেরা উক্ত দ্বীপ সমূহের তথ্য সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়া কহেন কুশদ্বীপ ঐ নামধারি ইথিওপিয়া দেশকে বুঝায় এবং শাক দ্বীপ শব্দে এস্যার উত্তর অঞ্চলস্থ শক অর্থাৎ সিদিয়ানদিগের ভূমিকে বুঝায়। এ প্রকার সিদ্ধান্ত নামের ঐক্য প্রযুক্ত নিতান্ত অলীক বোধ হয় না বটে কিন্তু পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রূপে বর্ণিত হওয়াতে এবং তৎপ্রণীত সপ্ত সাগর দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হওয়াতে ধরাতলে এ সকলের পুরাণ বচনানুযায়ি স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বোধ হয়। অধিকন্তু কাব্য-করেরা কল্পিত সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সমুদ্র ও প্লক্ষাদি দুর্গম দ্বীপস্থ অদৃষ্ট পর্ব্বত নদী জনপদাদির বিষয় ভারতবর্ষস্থ দৃষ্ট শৈল সরিৎ নগরাদির ন্যায় সাহস পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন কোন২ স্থলে এক অধ্যায়ের মধ্যেই ঐরূপ যথার্থ দেশ বর্ণনা এবং অলীক দ্বীপ বর্ণনা পরস্পর মিশ্রিত দেখা যায়।

But though the ancient Greeks and the Romans, and still more the Hindus, failed to explore the surface of our globe, modern researches have since been crowned with the most brilliant success. The invention of the Compass opened a way for unrestricted navigation on the boundless ocean; and kindled a spirit of enterprize in Europe, which led to the actual circumnavigation of the earth, and brought to light vast tracts of land and new races of men theretofore unknown. Already were the nations of the West possessed with fascinating ideas of the wealth of India, and longed to discover a way to that land of gold and plenty, at once short and convenient. The invention of the compass added fuel to the flame and emboldened them to realize their long cherished hopes.

At length arose Christopher Columbus, a man to whom a large and beautiful world, by him introduced to the notice of civilized Europe, is, (notwithstanding the sufferings of its aboriginal nations from the cruelty of rapacious colonists), indebted for the splendid empires spread over its surface, and for the development of its best resources. From the spherical shape of the globe, he concluded, like Aristotle and Seneca, that the ocean which bounded the western coasts of Europe, must likewise wash the eastern shores of Asia, and that the most direct and convenient way to India must necessarily lie across the Atlantic. He accordingly set sail

কিন্তু প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানেরা বিশেষতঃ হিন্দ লোকেরা ধরাতলের দেশ দেশান্তর প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও আধুনিক বিদ্যার্থিরা তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে অগাধ সমুদ্রেও নাবিকতা কার্য্য সহজ হইয়া উঠিল এবং ঐ কার্য্যে ইউরোপস্থ লোকেরদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হওয়াতে কএক জন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নাবিক জাহাজ যোগে মহীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিলেন তাহাতে ভূরি২ অদৃষ্ট জনপদ এবং নূতন২ জাতি প্রকাশিত হইল। তৎকালে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তির কথা শ্রবণে মোহিত হইয়া রজত কাঞ্চন এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঐ দেশে স্বচ্ছন্দে শীঘ্র গমন করিবার পথ অবগত হইবার নিমিত্তে অস্থির হইয়াছিল পরে কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে তাহারদের ঐ বাসনা আরো প্রবল হইয়া উঠিল তাহাতে তাহারা বহু কালের আশা লতা ফলবতী করণার্থ সাহস করিতে লাগিল।

অবশেষে স্পেন দেশে ক্রিষ্টফর কলম্বস নামে এক মহাত্মার উদয় হইলে তাঁহার দ্বারা এক সুশোভিত বৃহৎ দ্বীপ ইউরোপীয় সভ্য জনগণের জ্ঞান গোচর হইল তথায় এক্ষণে বৃহৎ২ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে সুতরাং সেখানকার পূর্ব্বতন বসতির বিদেশীয় নূতন২ নির্দ্দয় চিত্ত এবং আত্মম্ভরি লোকের আগমনে অনেক যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলেও দ্বীপের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হওয়াতে কলম্বস হইতে তথাকার মহোপকার হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর গোলত্ব বিবেচনা করিয়া আরিস্ততিল এবং সেনেকার ন্যায় অনুমান করিয়াছিলেন যে ইউরোপের পশ্চিম কূলস্থ সাগর এস্যার পূর্ব্ব কূলেরও সন্নিহিত হইবেক সুতরাং ভারতবর্ষে স্বচ্ছন্দে যাইতে বাঞ্ছা করিলে আটলাণ্টিক সাগর দিয়াই যাত্রা করিতে হয় অতএব আপনি পূর্ব্ব খণ্ডে ধন সম্পত্তি লাভ করিবার আশায় নূতন পথ

from Spain in the hope of discovering a new road to the riches of the East, and though he did not gain the fertile shores of China or India, he conferred a boon still nobler on the human species, by adding a new and a vast world, till then unknown, to the scope of our knowledge. Thus was America discovered—a continent, which has lost and profited so remarkably from European adventure, and witnessed with equal wonder both the cruelty and selfishness, and the energy and activity of its new colonists.

Not long after Columbus, the vast ocean intervening between America and Asia was explored, and the earth itself circumnavigated by Magellan and other enterprising navigators, whose voyages of discovery have performed the most signal services to the science of geography. Indeed, with the exception of the inaccessible seas in the immediate vicinity of the poles, the whole surface of the globe may now be considered as entirely traversed; so that a child may form a sketch of the superficial divisions of our planet, and depict, without great difficulty, the mountains cities, seas, and rivers which it contains.

It is remarkable that though the Hindus made no great progress in geographical investigation, nor exhibited much curiosity on the subject beyond their own country; mankind is, nevertheless, largely indebted to the natural wealth of Hindustan for the present full knowledge of the earth's surface. It was the riches

প্রকাশ করণার্থ স্পেন দেশে জাহাজারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন তাহাতে যদিও চীন অথবা ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইতে না পারুন তথাচ পূর্ব্বে অবিদিত এমত এক নূতন মহাদ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকা প্রকাশ করিয়া মনুষ্যবর্গের মহোপকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ কলম্বস হইতে আমেরিকার উদ্দেশ পাওয়া যায় পরে ইউরোপীয় লোকেরা তথায় বসতি করিলে ঐ মহাদ্বীপের আশ্চর্য্য উপকার এবং অপকার হইল কেননা ইউরোপীয় লোকদিগের নৈপুণ্য ও কর্ম্ম ক্ষমতা তথায় যাদৃশ জাজ্বল্যমান হয় নিষ্ঠুরতা ও আত্মম্ভরিতাও তাদৃশ বিস্ময়জনক হইয়াছিল।

কলম্বসের পর কিয়ৎকাল গত হইলে মাগেলন প্রভৃতি মহোদ্যোগী নাবিকেরা সাহস পূর্ব্বক জলপথে যাত্রা করত আমেরিকা এবং এস্যার মধ্য স্থিত মহাসাগরের পার দর্শন এবং অবনি মণ্ডল বেষ্টন করিয়াছিলেন তাঁহারা নূতন২ দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করাতে ভগোল শাস্ত্রের মহোন্নতি হইয়াছে তদ্দ্বারা সুমেরু ও কুমেরুর অব্যবহিত নিকটস্থ অগম্য সাগর ব্যতিরিক্ত অখিল ধরাতল মনুষ্য লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সুতরাং সম্প্রতি বালকেরাও মহীতলের সমুদয় অংশ বর্ণনা করত অক্লেশে তত্রত্য শৈল জনপদ সমুদ্র নদ নদীর চিত্রিত পট প্রস্তুত করিতে পারে।

এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাচীন হিন্দুরা ভূগোল বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপন্ন না হইলেও এবং স্বদেশ ব্যতীত কোন স্থলের বর্ণনায় পারদর্শী হইতে যত্ন না করিলেও ইহাদের স্বদেশীয় ভূমির স্বাভাবিক ধন সম্পত্তি হেতুক লোক সমাজে ভূগোল বিদ্যার সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে কেননা পূর্ব্বাঞ্চলের প্রচুর অর্থ লাভ করিবার লোভেই কল-

of the East which stimulated the first great adventure across the waters of the Atlantic. Columbus proposed no other object to his enteprising mind than to open a new and direct road to the fruitful plains of India, when he undertook his memorable voyage, and braved the perils of an unexplored sea. He congratulated himself at the close of his labours, not on the discovery of a new Continent, but on that of a direct line of communication, as he believed it, between the western and eastern shores of the Old World. And it was his success which encouraged subsequent navigators to emulate his glory by engaging in similar adventures. Perhaps, it may not be too much to remark, that had not the hope of participating in the riches of India animated the nations of Europe, in the first instance, with the spirit of enterprize, the Atlantic might still have continued unexplored, and the Pacific unheard of. It is likewise a curious fact, that the name Indian, originally applied by Columbus, to the natives of the lands he discovered, afterwards became a common designation for the aboriginal inhabitants, not only of America, but also of numerous isles on the Pacific.

DEFINITIONS OF TERMS.

The main divisions of the surface of the earth are *land* and *water*.

In consequence of the different appearances, which land and water assume in different positions, geographers

ম্বস প্রথমতঃ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে যত্ন করেন, যখন তিনি জাহাজ যোগে সাহস পূর্ব্বক ঐ অদৃষ্ট সমুদ্রের তরঙ্গোপরি যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাঁহার এই মাত্র সঙ্কল্প ছিল যে ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইবার এক সহজ পথ প্রকাশ করিবেন পরে যখন উক্ত সমুদ্রের পার দর্শন করিয়া পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছিলেন তখন এক নূতন মহাদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা না জানিয়া কেবল পুরাতন দ্বীপের পূর্ব্ব পশ্চিম তটে যাতায়াত করিবার নূতন পথ প্রকাশ হইল এই ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। অনন্তর অন্যান্য নাবিকেরা তাঁহার যত্ন সফল দেখিয়া তাঁহার সদৃশ যশোভাজন হইবার বাসনায় ঐরূপ কষ্ট সাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপীয় লোকেরা যদি আদৌ ভারতবর্ষের অর্থ লাভ করিবার লোভ প্রযুক্ত দুঃসাধ্য সাধনে উৎসুক না হইতেন তবে আট্‌লাণ্টিক সাগরের পার দর্শন অথবা পাসেফিক সাগরের উদ্দেশ কখনই হইত না, বোধ হয় এবচনে কেহ অত্যুক্তি দোষারোপ করিতে পারিবেন না। অপর এক চমৎকারের ব্যাপার এই যে কলম্বস ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া নিজ প্রকাশিত দেশের বসতিগণকে "ইণ্ডিয়ন" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় এই নাম দিয়াছিলেন সেই আখ্যা পরে আমেরিকার এবং পাসেফিক সমুদ্রস্থ ভূরি২ উপদ্বীপের লোকদিগের সামান্য উপাধি হইয়া উঠিল।

অর্থ পরিভাষা।

ধরাতল জল এবং স্থল এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত।

দেশবিশেষে জল স্থলের ভিন্ন২ আকৃতি হইয়া থাকে একারণ ভূগোলবেত্তারা ঐ বিবিধ আকারের বৈলক্ষণ্য ব্যক্ত

make use of a number of technical terms in order to designate their various forms, which it is necessary to understand for a clear knowledge of geography.

A large and continuous tract of land spread over a great portion of the earth's surface, and inhabited by various races and containing various kingdoms, is called a *continent.* There are two tracts in the world (unless Australia be considered a third continent,) answering to this description—one called the Old or Eastern continent, the other the New or Western continent.

An *island* is a portion of land entirely surrounded by water; as Ceylon, Sumatra, Borneo, Great Britain, Ireland, Jamaica, &c.

A number of islands at short distances from each other is called a *group;* as the Maldives, Laccadives, the Philippines, the Canaries, &c.

A great number of islands or of groups of islands situated near each other is called an *Archipelago;* as the Eastern Archipelago, the Grecian Archipelago, &c. The sea or part of a sea which contains such islands is also designated by the same name.

A *peninsula* is a portion of land almost surrounded by water; as the peninsulas of Malaya, Corea Kamschatka, &c.

An *isthmus* is a narrow neck of land joining a peninsula to a continent, or any two large portions of land to each other; as the isthmus of Suez which joins

করণার্থ কএক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন, ভূগোল বৃত্তান্ত স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহের প্রয়োজন হয়।

কোন বৃহৎ ভূমি খণ্ড অবিচ্ছিন্ন রূপে বহুল পরিমাণে ধরাতলে ব্যাপ্ত হইয়া নানা রাজ্য ও নানা জাতীয় মনুষ্য ধারণ করিলে তাহাকে দ্বীপ কহা যায়। যদি আস্ত্রেলিয়া দেশ দ্বীপবাচ্য না হয় তবে পৃথিবীর মধ্যে ঐ রূপ কেবল দুই খণ্ড ভূমি আছে, এক খণ্ডের নাম পুরাতন অথবা পূর্ব্ব দ্বীপ, অন্য খণ্ডের নাম নূতন অথবা পশ্চিম দ্বীপ।

কোন ভূমি খণ্ড সম্পূর্ণ রূপে জল বেষ্টিত থাকিলে তাহাকে উপদ্বীপ কহা যায়। যথা, লঙ্কা, সুমাত্রা, বর্ণিও, মহাবিটেন, আয়র্লণ্ড. জেমেকা ইত্যাদি।

কএক উপদ্বীপ পরস্পরের সন্নিহিত থাকিলে তাহারদিগকে দ্বীপস্তবক অথবা দ্বীপসমূহ কহা যায়। যথা, মালদিব, লাকেদিব, ফিলিপাইন, কেনেরি ইত্যাদি।

বহু সংখ্যক উপদ্বীপ অথবা উপদ্বীপস্তবক পরস্পরের সন্নিহিত থাকিলে তাহারদিগকে আর্কিপিলেগো অর্থাৎ দ্বীপমালা কহা যায়। যথা পূর্ব্ব দ্বীপমালা, গ্রীক দ্বীপমালা ইত্যাদি। যে সমুদ্র অথবা সমুদ্রের অংশে ঐ প্রকার উপদ্বীপ থাকে তাহাও ঐ নামে ব্যক্ত হয়।

কোন ভূমিখণ্ড জল দ্বারা প্রায় বেষ্টিত হইলে তাহাকে প্রায়দ্বীপ কহা যায়। যথা মলয়া, কোরিয়া এবং কামস্কাটকা প্রায়দ্বীপ ইত্যাদি।

যে সঙ্কীর্ণ ভূমি দ্বারা প্রায়দ্বীপ ও মহাদ্বীপের মধ্যে পরস্পর সংযোগ হয় তাহাকে সংযোগ ভূমি কহা যায়। যথা সুএজ সংযোগ ভূমি, তদ্দ্বারা আফ্রিকা এবং এস্যা পরস্পর সংযুক্ত।

Asia and Africa, the isthmus of Kraw which connects Malaya with the main land of Asia.

A *promontory* is a range of high land projecting into the sea.

A *cape* is the extremity of a promontory or a peninsula; as Cape Comorin, the Cape of Good Hope, Cape Horn, &c.

A *mountain* is an eminence on the surface of the earth considerably higher than the surrounding plains; as the Himalya, the Vindhya, the Nilgiri.

A *Hill* is a small mountain.

A *volcano* is a mountain which occasionally emits fire, stones, and a liquid matter called *lava*. Mount Vesuvius in Naples, Ætna in Sicily, and a few others are of this description.

A *pass* or *defile* is a narrow passage over a mountain, or hill, or between two mountains.

A *valley vale* or *dale* signifies low land between mountains or hills.

The top of a mountain is called its *peak* or summit.

A tract of land on an eminence is called *table* land.

When a side of a mountain is perpendicular, or nearly so, it is called a *precipice*.

A *marsh, morass, Bog or Fen* is a tract of low swampy ground.

The large body of water which covers the greater part of the earth's surface is called the *Ocean*, and is

ক্রৌ সংযোগ ভূমি, তদ্দ্বারা মলয়া এস্যা খণ্ডের সহিত সংযুক্ত।

কোন উন্নত ভূমি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইলে তাহাকে অধিত্যকা কহা যায়।

অধিত্যকা অথবা প্রায় দ্বীপের অগ্র তটকে অন্তরীপ কহা যায়।

ধরাতলের কোন অংশ চতুর্দ্দিকস্থ স্থল হইতে অতিশয় উচ্চ হইলে তাহাকে পর্ব্বত কহা যায়। যথা হিমালয়, বিন্ধ্য, নীলগিরি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম উপপর্ব্বত।

কোন পর্ব্বত হইতে অগ্নি অথবা প্রস্তর কিম্বা লাবা নামে বিশেষ দ্রব দ্রব্য নির্গত হইলে তাহাকে আগ্নেয় পর্ব্বত কহে। নেপল্‌স দেশীয় বিসুবিয়স, সিসিলি দেশীয় এটনা প্রভতি কএকটা ঐরূপ পর্ব্বত আছে।

পর্ব্বতের উপরে অথবা দুই পর্ব্বতের মধ্য স্থলে সঙ্কীর্ণ পথ থাকিলে তাহাকে শৈল বর্ত্ম কহা যায়।

পর্ব্বত কিম্বা উপপর্ব্বতের সন্নিহিত নিম্ন ভূমিকে উপত্যকা কহা যায়।

পর্ব্বতের শিখরের নাম শৃঙ্গ অথবা কূট।

শৈলোপরিস্থ ভূমিকে প্রস্থ কহা যায়।

পর্ব্বতের নিতম্ব লম্বভাবে অথবা তৎসাদৃশ্যে থাকিলে তাহাকে অতট কিম্বা ভৃগু কহা যায়।

নিম্ন আর্দ্র ভূমিকে জলা কহা যায়।

পৃথিবীতলের অধিকাংশ যে জল রাশিতে মগ্ন তাহাকে সাগর কহা যায়। এই সাগর পঞ্চবিধ যথা ভারতবর্ষীয়, আট-

considered under five divisions; viz. the Indian, the Atlantic, the Pacific, the Northern, and the Southern. The waters of the ocean are all saltish.

A *sea* is a portion of water smaller than an ocean and almost enclosed by land; as the Red Sea, the Mediterranean Sea, &c. The word sea is sometimes also applied collectively to the ocean.

The *gulph* is an arm of the sea extending more or less into the land; the Persian gulph, the gulph of Venice.

A *bay* is a part of the sea running into land wider than a gulph; as the Bay of Bengal.

A *Harbour* or *haven* is a small gulph nearly surrounded by land, and affording shelter for shipping.

A *road* is a part of the sea where ships may remain in safety, as the Madras roads.

A *strait* is a narrow passage of water joining one sea to another, as the straits of Malacca, the straits of Sunda, &c.

A *channel* is a wide passage of water connecting one sea with another; as the British channel.

A *lake* is a portion of water, either salt or fresh, entirely surrounded by land, as Manasarovara in Tibet.

A *river* is a large stream of inland water rising among mountains and flowing into a sea, a lake, or a large river; as the Ganges, the Jumna, the Thames, &c.

লাণ্টিক, পাসিফিক, এবং উত্তর ও দক্ষিণ সাগর। সাগর মাত্রেই লবণাম্বু।

উক্ত সাগর হইতে ক্ষুদ্রতর জলধি প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থলেতে বেষ্টিত হইলে তাহাকে উপসাগর অথবা সমুদ্র কহা যায়। যথা লাল সমুদ্র, মেদিতরেনিন সমুদ্র ইত্যাদি। সমুদ্র শব্দে কখনং সমষ্টিভাবে অখিল সাগরকে বুঝায়।

সমুদ্রের কোন অংশ স্থলমধ্যে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বাহুর ন্যায় প্রবেশ করিলে তাহাকে সিন্ধুশাখা কহা যায়। যথা পারস্য সিন্ধুশাখা, বিনিস নগরীয় সিন্ধুশাখা।

সমুদ্রের কোন অংশ সিন্ধুশাখা অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত মুখ হইয়া স্থলমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে অখাত কহা যায়। যথা বঙ্গীয় অখাত।

ক্ষুদ্র সিন্ধুশাখা প্রায় চতুর্দ্দিকে ভূমিতে বেষ্টিত হইয়া জাহাজের আশ্রয় স্থান হইলে তাহাকে কোল অথবা বন্দর কহে।

সমুদ্রের যে অংশে জাহাজ নির্ভয়ে থাকিতে পারে তাহাকে সিন্ধুবর্ত্ম কহে। যথা মান্দ্রাজের সিন্ধুবর্ত্ম।

দুই সমুদ্রের সংযোজক জলপথকে মোহানা কহে। যথা মালাকার মোহানা, সণ্ডার মোহানা ইত্যাদি।

দুই সমুদ্রের সংযোজক জলপথ মোহানা অপেক্ষা বিস্তৃত হইলে তাহাকে সুঁতি কহে। যথা ব্রিটেন দেশীয় সুঁতি।

লবণাম্বু অথবা স্বাভাবিক জলরাশি স্থল দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে বেষ্টিত হইলে তাহাকে হ্রদ কিম্বা সরোবর কহে। যথা তিবেত দেশীয় মানস সরোবর।

কোন সুদীর্ঘ জল প্রবাহ পর্ব্বত হইতে নির্গমনানন্তর দূর বাহি হইয়া সমুদ্রে অথবা হ্রদে কিম্বা বৃহৎ স্রোতস্বতীতে পতিত হইলে তাহাকে নদী কহে। যথা গঙ্গা, যমুনা টেমস।

"The part of a river where it rises is called its *source;* the hollow in which it flows is called its *channel or bed.* The *mouth* of the river is its junction with the sea; the direction in which it runs is called its *course.* Streams of water flowing into a large river are called its *tributary* streams; thus the Goomty is a tributary of the Ganges. When a river is divided into two or more channels, those channels are called its *branches.*"

When the mouths of a river are numerous, the country through which its branches flow is called a *Delta,* from its assuming a triangular form or the shape of the Greek letter Δ Delta; as the Delta of the Ganges, the Delta of the Nile.

A *rivulet, Brook,* or *Nullah* is a small river; as Tully's Nullah.

A *canal* is an artificial narrow channel of water.

The junction of two rivers is called their *confluence;* the widening of a river, on its approach to the sea, is called an *Estuary* or *Frith.*

The *equator* is an imaginary line encompassing the globe, east and west, and dividing it into two equal parts. These parts are called the *northern* and *southern* Hemispheres. Hindustan is situated in the northern Hemisphere.

The distance of any place from the equator is called its *latitude,* and is reckoned either north or south. Latitude is measured by degrees and minutes. A

নদীর উৎপত্তি স্থলকে নির্গম কহা যায়। নদী প্রবাহের আধারকে তাহার তল কহে। নদীর সমুদ্রে পতন স্থানকে তাহার সঙ্গম কহা যায়। নদী যে দিকে বহে তাহাকে নদী পথ কহে। কোন স্রোতস্বতী বৃহৎ নদীতে পতিত হইলে তাহাকে ঐ নদীর উপকারিণী কহাযায়। যথা গোমতী গঙ্গার উপকারিণী। অপর কোন নদী অনেক প্রবাহে বিভক্ত হইলে স ই প্রবাহ সমূহকে নদী শাখা কহা যায়।

কোন নদী বহুমুখী হইলে তাহার শাখা যে২ দেশ দিয়া বহনশীলা হয় তাহাকে "দেল্‌তা" কহে, কেননা তাহা ত্রিভুজাকৃতি হইয়া ব দেল্‌তা নামক গ্রীক অক্ষরের রূপ ধারণ করে। যথা গঙ্গার দেল্‌তা, নীল নদীর দেল্‌তা।

ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর নাম নালা। যথা টালির নালা অর্থাৎ আদ্য গঙ্গা।

সঙ্কীর্ণ কৃত্রিম স্রোতস্বতীর নাম প্রণালী অথবা খাল।

দুই নদী একত্র সংযুক্ত হইলে তাহারদের সংযোগ স্থানকে সঙ্গম কহে। সমুদ্র সন্নিধানে নদীর বিস্তারকে তাহার মুখ বলা যায়।

ভূগোলের পরিক্ষেটক পূর্ব্ব পশ্চিম কল্পিত রেখা যদ্দ্বারা ভূমণ্ডল দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয় তাহার নাম বিষুব রেখা, আর ঐ দুই খণ্ডের নাম উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধ। হিন্দু স্থান উত্তর গোলার্দ্ধের মধ্যে স্থাপিত।

বিষুব রেখা হইতে ভূতলস্থ কোন দেশের দূরতার নাম অক্ষ, তাহা উত্তর অথবা দক্ষিণ বলিয়া গণ্য, এবং অংশ কলাতে তাহার পরিমাণ করা যায়। সুমেরু অথবা কুমেরু

degree is a 90th part of the distance of the equator from each pole; and is divided into sixty minutes. The latitude is marked in maps on the sides; the lines drawn across right and left are called *parallels of latitude.*

The axis of the earth is an imaginary wire or line passing north and south through its centre on which it turns. The extremities of the axis are called *poles.*

The *meridian* of a place is an imaginary line passing over it, north and south, from pole to pole.

The distance of one place, east or west, from the meridian of another place is called its *longitude.* British geographers reckon longitude from the meridian of Greenwich, which they call the *first* meridian. We shall adopt the same calculation here; when we speak of the longitude of a place we are to be understood to mean its distance from the meridian of Greenwich. Longitude is measured like latitude by degrees and minutes, and is marked in maps on the top and bottom.

As the annual revolution of the Earth round the sun make this luminary seemingly to *decline,* north and south of the equator, throughout the year, the imaginary circles which denote the extreme limits of his apparent path are called *tropics;* the northern is called the *tropic of Cancer,* the southern the *tropic of Capricorn.* The tropics are both parallel to the equator and are each 23° 28′ distant from it.

হইতে বিষুব রেখার যে দূরতা তাহার নবতিতম ভাগকে অংশ কহা যায়, প্রত্যেক অংশ ষষ্টি কলাতে বিভক্ত। দেশ দেশান্তরের চিত্রিত পটের দুই পার্শ্বে অক্ষাংশ সংখ্যা চিহ্নিত থাকে। চিত্রিত পটের মধ্যে যে২ রেখা দুই পার্শ্ব ব্যাপিয়া অঙ্কিত হয় তাহারদের নাম সমানান্তরাল অক্ষ বৃত্ত।

যে তার অথবা যষ্টিস্বরূপ রেখা সুমেরু অবধি কুমেরু পর্য্যন্ত ভূমি মণ্ডলের কেন্দ্র দিয়া উত্তর দক্ষিণ দিকে কল্পিত হয় তাহার নাম ধ্রুবযষ্টি অথবা ধ্রুব ব্যাস, তাহারই উপর পৃথিবী মণ্ডলের প্রাত্যহিক আবৃত্তি হইয়া থাকে। ঐ ব্যাসের দুই অগ্র ভাগকে মেরু অথবা ধ্রুব কহা যায়।

যে রেখা কোন স্থানের উপর দিয়া সুমেরু অবধি কুমেরু পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে কল্পিত হয় তাহার নাম তথাকার যাম্যোত্তর রেখা।

এক দেশের যাম্যোত্তর রেখা হইতে পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমে অন্য দেশের দূরতাকে তাহার দেশান্তর কহা যায়। ইংরাজ ভূগোল বেত্তারা গ্রিনিচ নামক নগরের যাম্যোত্তর রেখাকে মূল যাম্যোত্তর রেখা কহেন এবং তথা হইতে দেশান্তর গণনা করেন আমরাও এস্থলে তাঁহারদের নিয়মানুযায়ি গণনা করিব। আমরা কোন স্থানের দেশান্তরের প্রসঙ্গ করিলে পাঠকবর্গ যেন বোধ করেন যে গ্রিনিচ নগরস্থ যাম্যোত্তর রেখা হইতে তাহার দূরতা ব্যক্ত করা অভিপ্রেত হইয়াছে। দেশান্তর গণনাও অক্ষের ন্যায় অংশ কলা পরিমাণে করা যায় এবং চিত্রিত পটের ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন ভাগে চিহ্নিত হয়।

মহীমণ্ডল বৎসরে২ সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করে তাহাতে বোধ হয় যে দিবাকর ক্রমশঃ বিষুবৎ রেখার উত্তর দক্ষিণে গমন করেন অতএব যে দুই কল্পিত

The same cause which makes the sun seemingly to decline from the equator, gives rise occasionally to the phenomena of continual days and continual nights in the vicinity of the poles. The imaginary lines which mark the farthest distance from the poles where such phenomena are visible, are called *polar* circles; the northern is called the *arctic* circle, the Southern the *antarctic* circle. The polar circles are parallel to the equator, and are respectively 23° 28′ distant from the Poles.

The surface of the earth is divided into five *zones;* viz. the *torrid* zone, the *north* and *south temperate* zones, and the *north* and *south frigid* zones.

Those places on the surface of the globe which are included between the tropics, that is to say, those which may have the sun vertical over them twice in the year; are said to lie in the torrid zone. Those which are between either of the tropics and of the polar circles are said to be situated in the temperate zones; their inhabitants can never see the sun vertical over them, and they always find him either northward or southward. Those places again which are between the polar circles and the poles are said to lie in the *frigid* zones. The inhabitants of the frigid zones, when they have continual days, see the sun in all directions. This luminary appears to them on such occasions to describe

বৃত্তেতে তাহার উত্তর দক্ষিণায়নের সীমা ব্যক্ত হয় তাহার-দিগকে অয়নসন্ধি কহে। উত্তর বৃত্তকে কর্কট রাশীয় অয়ন সন্ধি এবং দক্ষিণ বৃত্তকে মকর রাশীয় অয়নসন্ধি কহা যায়। ঐ দুই অয়ন সন্ধি বিষুব রেখার সমানান্তরাল বৃত্ত এবং প্রত্যেকে তথা হইতে ২৩ অংশ ২৮ কলা দূরে স্থাপিত।

যে কারণ প্রযুক্ত দিবাকরের উত্তর দক্ষিণায়ন বোধ হইয়া থাকে সেই কারণেই কখন২ সুমেরু এবং কুমেরুর সন্নিহিত দেশে অবিশ্রান্ত দিন এবং অবিশ্রান্ত রাত্রি হইয়া থাকে। মেরুর যত দূর পর্য্যন্ত ঐ রূপ অবিচ্ছিন্ন দিবারাত্রি দৃষ্ট হয় তাহার সীমা স্বরূপ কল্পিত রেখাকে মেরু বৃত্ত কহা যায়, উত্তর বৃত্ত সৌমেরব ও দক্ষিণ বৃত্ত কৌমেরব। ঐ দুই বৃত্ত বিষুব রেখার সমানান্তরাল এবং প্রত্যেকে মেরু হইতে ২৩ অংশ ২৮ কলা দূরে স্থাপিত।

পৃথিবীতল মেখল নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চ অংশে বিভক্ত। যথা-উষ্ণ মেখল, উত্তর এবং দক্ষিণ অনুষ্ণাশীত মেখল, এবং উত্তর ও দক্ষিণ হিম মেখল।

পৃথিবী তলের যে২ দেশ দুই অয়নসন্ধি বৃত্তের মধ্যস্থলে স্থাপিত অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে২ দুইবার যে২ দেশে দিবা-করের তেজঃ যথার্থ লম্বভাবে পতিত হয় সেই সকল দেশ উষ্ণ মেখলের মধ্যে গণ্য। যে২ দেশ অয়নসন্ধি বৃত্ত এবং মেরু বৃত্তের মধ্যস্থিত সে সকল অনুষ্ণাশীত মেখলের মধ্যে গণ্য, তথায় দিবাকরের তেজ কখন লম্বভাবে পতিত হয় না তত্রত্য লোকেরা সূর্য্য মণ্ডলকে সর্ব্বদা উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকস্থ দেখিতে পায়। অপর যে২ দেশ মেরুবৃত্ত এবং মেরুর মধ্য-স্থলে স্থাপিত সে সকল হিমবৃত্তের মধ্যে গণ্য, হিমবৃত্তে যৎকালে কতিপয় সপ্তাহ অথবা মাস ব্যাপিয়া অবিরত দিন থাকে তৎকালে সূর্য্যমণ্ডল চতুর্দ্দিকেই প্রকাশ হয় তখন সে দেশে বোধ হয় যে দিবাকর ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে আকাশ

a circle almost parallel to the horizon every twenty-four hours.

A GENERAL VIEW OF THE GLOBE.

There are, as it has been already mentioned, two great continents in the world, viz. the old or Eastern, and the New or Western. The old continent is divided into three parts, Europe, Asia, and Africa, and is that in which Hindustan is situated; the New Continent comprises America which is the fourth quarter of the globe. The old continent has from the earliest times been the seat of learning and civilization. It was inhabited in the days of yore by the scholars and heroes of India, China, Egypt, Greece, Rome; and it is still distinguished by the literature, science, and civilization of modern Europe.

Hindustan is situated in a corner of the great Eastern continent. There is no other land connected with it to the south of Hindustan; the sea that washes Cape Comorin extends as far as the South pole itself. Cape Comorin is not, however, the most southern point of the whole continent. In Africa it stretches much farther in that direction in the form of a peninsula, and the Cape of Good Hope is there its utmost extremity.

Taking a view of the whole continent from Hindustan, we find that the extent of land is not so great eastward as it is northward and westward. Burmah and China are the only tracts eastward of the

মণ্ডল ব্যাপিয়া প্রায় ক্ষিতিজের সমানান্তরাল চক্রে পরিভ্রমণ করেন।

পৃথিবী তলের সংক্ষেপ বর্ণনা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ভূমি পৃষ্ঠের উপর দুই মহা দ্বীপ আছে যথা পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্বদ্বীপ এবং নূতন অর্থাৎ পশ্চিম দ্বীপ। পুরাতন দ্বীপ তিন খণ্ডে বিভক্ত যথা ইউরোপ, এস্যা, আফ্রিকা; হিন্দুস্থানও তন্মধ্যে স্থাপিত। নূতন দ্বীপের নাম আমেরিকা তাহাই পৃথিবীর চতুর্থ খণ্ড। পুরাতন দ্বীপ আদ্য কালাবধি বিদ্যা এবং সভ্যতার আশ্রয় স্থল হইয়া আসিতেছে পূর্ব্বে হিন্দু চীন মিসর গ্রীক ও রোম দেশীয় শূরবীর এবং বিদ্বজ্জনগণ ঐ দ্বীপে বাস করিতেন এবং সম্প্রতিও ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সাহিত্য ও দর্শন বিদ্যার উন্নতিতে তাহা খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে।

হিন্দুস্থান পূর্ব্বদিক্‌স্থ মহাদ্বীপের এক প্রান্তে স্থাপিত, এদেশের দক্ষিণে দ্বীপ সংক্রান্ত আর ভূমি নাই কেননা কমোরিন অন্তরীপের সন্নিহিত সাগর কুমেরু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু সে অন্তরীপ ঐ মহা দ্বীপের সর্ব্ব দক্ষিণাগ্র নহে কেননা আফ্রিকা খণ্ডস্থ ভূমি তিন দিকে জল বেষ্টিতা হইয়া প্রায় দ্বীপাকারে দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে তাহার সর্ব্বদক্ষিণাগ্রের নাম উত্তমাশা অন্তরীপ।

হিন্দুস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় পূর্ব্ব দ্বীপোপরি অবলোকন করিলে বোধ হয় যে পূর্ব্বাঞ্চলে উত্তর এবং পশ্চিম দিকের ন্যায় বিস্তৃত ভূমি নাই কেননা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বে

Brahmaputra, and they stretch as far as the ocean which washes the Eastern shores of the continent.

Northward of Hindustan, the continent contains the vast plains of Tartary, Independent and Chinese, so remarkable in history for the pastoral hordes it poured into different countries in all directions, and for the revolutions it caused in Europe by the irruption of the Goths and Huns. The Asiatic dominions of Russia, which are still more northward, extend as far as the Frozen ocean, and constitute the northern frontiers of the continent.

The vast tracts northward of Hindustan are crossed by stupendous ranges of mountains such as the Himalaya and the Altaian chains.

The extent of the continent westward of Hindustan is still larger. Contiguous to Beloochistan and Afghanistan, which are immediately bordering on the Indus, is the kingdom of Persia—the land of Zoroaster and the Magi, of Cyrus and his successors, who were at one time lords paramount in Asia and Africa. Westward of Persia again are the eastern territories of the Turkish Sultan, which, together with Arabia, the cradle of Islamism, and of Georgia, a province of Russia, extend as far as the western boundaries of Asia.

The continent does not, however, terminate with Asia. Through the extensive tracts interposing between the Black sea and the Northern Ocean, it communicates with Europe. It there presents to the traveller's

বর্ম্মা এবং চীন ব্যতীত অন্য কোন দেশ নাই, ঐ দেশ দ্বীপের পূর্ব্ব তটস্থ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।

হিন্দুস্থানের উত্তরাঞ্চলে স্বাধীন এবং চীনাধীন তাতার দেশীয় সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে, তথাকার গোপাল বৃত্তি প্রজা পুঞ্জ নানা দেশে গমন করিয়া বসতি করিয়াছিল এবং গথ ও হন নাম ধারণ পূর্ব্বক দল বদ্ধ হইয়া ইউরোপ খণ্ডে যাত্রা করত ঘোরতর রাজ্য বিপর্য্যয় করিয়াছিল তন্নিমিত্ত পুরাবৃত্তে তাতার রাজ্য অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে। তাতার দেশের উত্তরে এস্যা খণ্ডস্থ রুসিয়া রাজ্য হিম সাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া এস্যা খণ্ডের সীমা স্বরূপ হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের উত্তর দিক্‌স্থ সুবিস্তীর্ণ দেশে প্রকাণ্ড শৈল শ্রেণী বিস্তৃত আছে, যথা হিমালয়, আল্‌তেন শ্রেণী।

পূর্ব্ব মহাদ্বীপ হিন্দুস্থানের পশ্চিমে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। সিন্ধু নদীর অপর পার স্থিত বেলুচিস্থান এবং আফগানি স্থানের অব্যবহিত পরে পারস রাজ্য দেখা যায়, পূর্ব্বকালে ঐ রাজ্যে জোরোয়াস্তর এবং মেজি নামক পণ্ডিতেরা বাস করিতেন, সাইরস প্রভৃতি তথাকার প্রাচীন ভূপালেরা এক কালে এস্যা এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন। পারস দেশের পশ্চিমে তুরুকি বাদশাহের রাজ্যের পূর্ব্বাংশ যাহা এস্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। মোসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থল আরবি স্থান এবং রুসিয়াধীন জর্জিয়া রাজ্যও এস্যার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।

কিন্তু এস্যার সীমা পুরাতন মহা দ্বীপের সীমা নহে, ব্লাক সি অর্থাৎ অসিত সমুদ্র এবং উত্তর সাগরের মধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূমি দ্বারা ইউরোপেরও সহিত তাহার সংযোগ আছে। কোন পথিক সেখানে গমন করিলে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে

admiring eyes "that great cluster of energetic nations, which, spread over Europe, from the frozen Ocean to the Mediterranean, are for ever contesting with each other the palm of learning of art and civilization." The eastern traveller would, on entering Europe, find himself still in the dominions of the Czar, which extending over a half of that quarter, and covering the whole of Northern Asia are apt to impress the mind with the idea of a *monster* empire, equalling, if not exceeding, in its magnitude the wide extent of the ancient Roman World. Adjacent to the frontiers of Russia are Lapland, Prussia, Poland, Hungary, Turkey. The last mentioned is a Mahometan power—the only representative of that religion in Europe. The prevalence of the crescent in the midst of Christendom is a standing memorial of the success with which the followers of Islam propagated their faith and established their dominion in the three quarters of the Eastern Continent.

In the south of Turkey lies Greece, once the cradle of learning and civilization, and the home of the Muses. In the centre of Europe are situated the states of Germany, long noted in the republic of letters for their schools of recondite philosophy and their researches into the literature and antiquities of the East. Contiguous to Germany again are Holland, Belgium, France, and Switzerland, the first and the third celebrated for their contests with the English for

পায়েন যে "হিমসাগর অবধি মেদিতরেনিন সমুদ্র পর্য্যন্ত ইউরোপের তাবৎ দেশস্থ তেজস্বি জাতি সমূহ বিদ্যা শিল্প ও সভ্যতায় পরস্পর প্রধান ও উৎকৃষ্ট হওনার্থ চির উদ্যোগী আছে"। এস্যা খণ্ড হইতে কেহ ইউরোপে প্রবেশ করিলে দেখিতে পায়েন যে সেখানেও রুসিয়া রাজের রাজ্য বিস্তারিত আছে ফলতঃ ঐ রাজ্য ইউরোপের অর্দ্ধাংশ এবং এস্যার অখিল উত্তরাঞ্চলে ব্যাপ্ত হওয়াতে অতি প্রকাণ্ড বোধ হয় তাহার পরিমাণ ন্যূন কল্পে সুবিস্তৃত পূর্ব্বতন রোম রাজ্যের তুল্য হইবে। রুসিয়া রাজ্যের প্রান্তে লাপলণ্ড, প্রুসিয়া, পোলণ্ড হঙ্গেরি, তুরুকি প্রভৃতি দেশ স্থাপিত আছে, তুরুকি দেশ মোসলমানদিগের রাজ্য, ইউরোপ খণ্ডে তদ্ব্যতীত আর যবনাধিকৃত দেশ নাই। খ্রীষ্টীয়দিগের ভূমির মধ্যে মোসলমান ধর্ম্ম প্রবল থাকাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে মহম্মদের অনুচরেরা পুরাতন দ্বীপের সর্ব্বাংশে আপনারদের ধর্ম্ম ও রাজ্য স্থাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তরুকি রাজ্যের দক্ষিণাংশে গ্রীশ দেশ স্থাপিত আছে তাহা এক কালে সভ্যতা এবং সাহিত্যাদি বিদ্যার আশ্রয় স্থান ছিল।

ইউরোপের মধ্যাংশে জর্ম্মণি ভূমি ব্যাপ্তা আছে ঐ ভূমিস্থ লোকেরা বহু কালাবধি নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান এবং পূর্ব্ব খণ্ডের ইতিহাস ও বিদ্যানুশীলন করত পণ্ডিত সমাজে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে। জর্ম্মণির প্রান্তে হলাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, এবং সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি দেশ আছে, তাহার মধ্যে হলাণ্ড এবং ফ্রান্স দেশের লোকেরা ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ইংরাজদের সহিত ঘোরতর রণ করিয়াছিল।

RARE BOOK

supremacy in the East. The peninsula of Italy, prominent in the records of history, both ancient and modern, for the influence which Rome has exercised in a political and religious point of view, extends from the foot of the Alps to the straits of Messina. Denmark of which Serampore until lately was a dependency is situated to the north of Germany. The Scandinavian peninsula, separated from Denmark by narrow inlets of the sea, and subdivided by mountains into Sweden and Norway carries the continent still further north, penetrating beyond the polar circle into the land where the summer is one continued day and the winter one continued night. Spain and Portugal on the other hand, form in the south west of Europe a remarkable peninsula, the scene of many a hard fought battle between France and England. Great Britain is not an integral part of the continent of which we are speaking, but is, nevertheless, included among the powers of Europe, being an island separated only by a narrow channel from the main land.

The eastern continent is likewise connected with Africa, by a narrow neck of land between the Mediterranean and the Red Sea. Africa, though anciently the seat of Egyptian learning and civilization, and therefore, in some respects the tutoress of Europe, scarcely exhibits any marks of human energy and activity in the present day. Egypt has, however, sustained her importance and fame by the advantage of her natural

সুইজর্লণ্ডের পর আল্‌পস পর্ব্বতের তল হইতে মেসিনা নামক মোহানা পর্য্যন্ত ইতালি প্রায়দ্বীপ বিস্তারিত আছে, রোমানদিগের রাজ্য বৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত ঐ দেশ পুরাতন এবং আধুনিক সর্ব্ব কালীন ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। অপর জমর্ণির উত্তরে দেন্মার্ক দেশ ব্যাপ্ত আছে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় শ্রীরামপুর ঐ দেশীয় রাজার শাসনাধীন ছিল। তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে স্কান্দিনেবিয়া দেশীয় প্রায়দ্বীপ কএক সঙ্কীর্ণ জল পথ দ্বারা দেন্মার্ক হইতে বিভিন্ন হইয়াছে তত্রস্থ পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা সুইদন এবং নরওএ দুই অংশে বিভক্ত, ঐ দেশের সংযোগে সৌম্যের বৃত্তের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পুরাতন দ্বীপ বিস্তীর্ণ হইয়াছে সে স্থলে গ্রীষ্মকালে বিদাবসান হয় না এবং হেমন্তে রাত্রি প্রভাত হয় না। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে স্পেন এবং পোর্ত্তুগাল দেশ প্রায়দ্বীপভাবে স্থাপিত আছে সেখানে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড দেশীয় লোকের মধ্যে বারম্বার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাব্রিটেন এক উপদ্বীপ মাত্র সুতরাং উক্ত দ্বীপের মধ্যবর্ত্তি নহে তথাচ এক সঙ্কীর্ণ সুঁতি দ্বারা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অদূরে থাকাতে ইউরোপীয় রাজ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

পূর্ব্ব দ্বীপ মেদিতরেনিন এবং লাল সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি সঙ্কীর্ণ পথ দ্বারা আফ্রিকা খণ্ডেরও সহিত সংযুক্ত আছে। প্রাচীন কালে মিসর দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা ও সভ্যতা আফ্রিকা খণ্ডে বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল একারণ ঐ খণ্ড এক প্রকারে ইউরোপীয় বিদ্যোন্নতির হেতু ছিল কিন্তু এক্ষণে তথাকার প্রজারদের বিদ্যা ও কর্ম্মদক্ষতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পরন্তু ইজিপ্ত দেশ ভারতবর্ষীয় উর্ব্বর ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ, এবং তথাকার পাদশা উপাধিধারি রাজ্য শাসকেরা বহুতর যত্ন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছে

position as a convenient gate to the fertile plains of the east, and by the care and assiduity with which the Pashas have consolidated their power.

Africa stretches very far to the south,—so far, indeed, that European naivgators had for a long time failed in their attempts to explore its shores, and were ignorant of the passage to India round the Cape of Good Hope.

The New continent does not present so broad a surface as the Old, but is greater in its length which runs north to south. Both extend to an equally high latitude in the North, but the southern extremity of the New stretches further than the Old. The new continent is naturally divided into two parts called North and South America. These parts become narrower as they approximate to each other, and would have become entirely isolated but for a narrow neck connecting them together, called the isthmus of Panama.

America, when discovered by navigators from the old continent, presented but faint traces of human improvement or skill. With the exception, perhaps, of Mexico and Peru, it was peopled by rude savages in the lowest state of degradation. European colonists were, however, attracted by the richness of its soil and the abundance of the precious metals to adopt it for their home. The new settlers contributed by their industry to the development of its wealth and completely changed its aspect. It became the seat of literature,

একারণ ইজিপ্ত দেশের যশঃ এবং প্রাধান্যের হ্রাস হয় নাই।

আফ্রিকা খণ্ড দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে একারণ ইউরোপীয় নাবিকেরা বহু কালাবধি তাহার দক্ষিণ সীমা নির্ণয় করিতে পারে নাই সুতরাং উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিবার পথও অবগত ছিল না।

নূতন দ্বীপ বিস্তারে পূর্ব্বতন দ্বীপের সদৃশ নহে কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দীর্ঘ, তাহার দীর্ঘতা দক্ষিণোত্তরে। উভয় দ্বীপ উত্তর দিকে বহু সংখ্য অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সমভাবে ব্যাপ্ত কিন্তু দক্ষিণ দিকে পুরাতন অপেক্ষা নূতন অধিক বিস্তীর্ণ। নূতন দ্বীপ স্বভাবতঃ উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা নামে দুই অংশে বিভক্ত, ঐ দুই অংশ পরস্পরের সন্নিধানে ক্রমশঃ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং মধ্যে পানামা নামক অল্প পরিসর এক সংযোগ ভূমি না থাকিলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত।

ইউরোপীয় নাবিকেরা যখন প্রথমতঃ আমেরিকা প্রকাশ করেন তখন লোকদিগের বিদ্যা ও কর্ম্ম ক্ষমতার প্রায় কোন চিহ্ন দেখেন নাই, মেক্সিকো এবং পিরু ব্যতীত তথাকার সর্ব্বত্র অসভ্য বন্য লোকের বসতি ছিল কিন্তু সেখানকার ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং রজত কাঞ্চনে পরিপূর্ণা থাকাতে অনেক২ ইউরোপীয় লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিল তাহারদের যত্নে দেশের স্বাভাবিক ধন প্রকাশিত এবং বৃদ্ধিশীল হইল সুতরাং আমেরিকা খণ্ড নূতন শোভা ধারণ করিল এবং তাহাতেই সেখানে বিদ্যা সভ্যতা এবং বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় আসিয়া যে২ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল

civilization and commercial enterprize. Of the new states founded by foreign settlers, the most remarkable are the United States of North America.

The two continents though completely isolated, and situated like two different worlds, are about Behring's straits, not further from one another than France and England. America is in that part almost contiguous to Asia; Russia has given a practical proof of this contiguity by crossing the strait and extending her dominion to the New Continent.

Besides the two continents of which we have spoken, there is a large island named Australia between the pacific and Indian Oceans, which from its magnitude might be considered a *third* continent. It is in its dimensions equal to three-fourths of Europe, and is included among the territories of the Queen of England.

There are also numerous habitable lands scattered over the Ocean and inhabited by various races of men. Some of these islands are adjacent to the continents. Those which are situated in the Pacific Ocean at a distance from the main land are generally known by the name of Polynesia.

ASIA.

The concurrent testimony of History and tradition points to Asia as the primeval seat of the human race. Literature, science, and the arts flourished in this

তাহার মধ্যে উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স নামক রাজ্য সর্ব্ব প্রধান।

পূর্ব্বতন এবং নূতন দ্বীপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই পৃথক ভূমির ন্যায় হইলেও বেহেরিং নামক মোহানার নিকট ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত দেখা যায় ফলতঃ সে অঞ্চলে আমেরিকা খণ্ড প্রায় এস্যার সহিত সংলগ্ন, বোধ হয় রুসিয়া-নেরা ঐ মোহানা পার হইয়া নূতন দ্বীপ পর্য্যন্ত আপনারদের রাজ্য বিস্তার করিয়া আমেরিকা ও এস্যার অদূরত্ব কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দুই দ্বীপ ব্যতীত পাসিফিক এবং ভারতবর্ষীয় সাগরের মধ্যে আস্ত্রেলিয়া নামে এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে, তাহাকে পৃথক্‌মহা দ্বীপরূপে গণ্য করিয়া দ্বীপান্তর কহা যাইতে পারে তাহা পরিমাণে ইউরোপের তিন পাদ হইবে। ঐ দেশ ইংলণ্ডীয় রাণীর কর্ত্তৃত্বাধীন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত সাগরোপরি উপদ্বীপ স্বরূপ অনেক২ লোকা-লয় আছে সেখানে নানা জাতীয় লোক বসতি করে তাহার মধ্যে কোন২ উপদ্বীপ মহাদ্বীপের অদূরে আছে। পাসিফিক সাগরোপরি যে২ উপদ্বীপ মহা দ্বীপ হইতে দূরস্থিত তাহার-দিগকে সামান্যতঃ পোলিনিসিয়া নামে উক্ত করা যায়।

এস্যা।

পুরাবৃত্তে লিখিত আছে এবং পরম্পরা শুনাও যায় যে এস্যা খণ্ডেই প্রথমতঃ মনুষ্য জাতির বসতি হয় এবং অন্যান্য খণ্ডাপেক্ষা এই খণ্ডে সর্ব্বাদৌ দর্শন সাহিত্য শিল্পাদি বিদ্যার উন্নতি হয়। মিসর দেশীয় লোকেরা সাহস পূর্ব্বক দম্ভ

quarter earlier than the others. The Egyptians themselves, who could so confidently boast that the Greeks *were children* in their estimation, appear to have been juniors in their turn to some of the Asiatics. "Ere yet the pyramids looked down upon the valley of the Nile—when Greece and Italy, those cradles of European civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of wealth and grandeur."*

Asia is bounded on the North by the Northern Ocean; on the south by the Indian Ocean; on the East by the Pacific Ocean; on the west by the Red sea, the isthmus of Suez, the Mediterranean, the straits of the Dardanelles, the sea of Marmora, the straits of Constantinople, the Black sea, the sea of Azof, the rivers Don and Volga and the Uralian mountains.

The principal kingdoms in Asia, are 1 Asiatic Russia, 2 Asiatic Turkey, 3 Arabia, 4 Persia, 5 Afghanistan, 6 Hindustan, 7 Independent Tartary, 8 China, 9 Burmah, 10 Siam, 11 Cambodia, 12 Cochin China, and the neighbouring islands.

The islands belonging to Asia are those which are scattered over the Indian and Pacific oceans, in the vicinity of the Continent; such as Ceylon, the Laccadives, the Maldives, in the Indian Ocean; the Eastern Archipelago including Sumatra, Java, Borneo, &c.

* Thornton's History of British India.

করিয়া কহিত যে গ্রীকেরা তাহারদের পক্ষে বালক মাত্র কিন্তু বোধ হয় তাহারাও এস্যা খণ্ডস্থ জনগণের পক্ষে নব্য। ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত লেখক থরণ্টন সাহেব কহেন "নীল নদী সন্নিহিত উপত্যকার অদূরে পিরামিড নামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে যৎকালে ইউরোপায় সভ্যতার আদ্য স্থানে অর্থাৎ গ্রীশ ও ইতালি দেশে কেবল বন্য লোকের বসতি ছিল তৎকালে ভারতবর্ষ ধন সম্পত্তিতে পূর্ণ শোভাকর দেশ ছিল"।

এস্যা খণ্ডের উত্তর সীমা উত্তর সাগর, দক্ষিণ সীমা ভারত সাগর, পূর্ব্ব সীমা পাসিফিক সাগর, পশ্চিম সীমা লাল সমুদ্র, সুএজ সংযোগ ভূমি, মেদিতরেনিন সমুদ্র, দার্দ্দেনেলিস মোহানা, মার্ম্মরা সমুদ্র, কনস্তান্তিনোপল মোহানা, অসিত সমুদ্র, আজস্ফ সমুদ্র, দন এবং বল্গা নদী, এবং ইউরেল পর্ব্বত।

এস্যা খণ্ডে নিম্ন লিখিত রাজ্য আছে যথা ১ এস্যা সংক্রান্ত রুসিয়া, ২ এস্যা সংক্রান্ত তুরুকি, ৩ আরবি স্থান, ৪ পারস দেশ, ৫ আফগানি স্থান, ৬ হিন্দুস্থান, ৭ স্বাধীন তাতার দেশ, ৮ চীন রাজ্য, ৯ ব্রহ্ম দেশ, ১০ সায়াম, ১১ কাম্বোদিয়া, ১২ কোচিন চীন, এবং নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপ সমূহ।

ভারত এবং পাসিফিক সাগরের মধ্যে যেং উপদ্বীপ দ্বীপ সন্নিধানে স্থাপিত আছে তাহাই এস্যা সংক্রান্ত উপদ্বীপ, যথা ভারত সাগরস্থ লঙ্কা, লাকেদিব, মালদিব। ভারত এবং পাসিফিক সাগরের মধ্যস্থিত পূর্ব্ব দ্বীপ মালা অর্থাৎ সুমাত্রা, জাবা, বর্ণিও, ইত্যাদি। এবং পাসিফিক সাগরস্থ জাপান সাগঞ্চলিন ইত্যাদি।

between the Indian and the Pacific oceans; Japan, Saghalien, &c. in the Pacific. The Seas, Gulphs, Bays in Asia are the Red Sea between Arabia and Egypt, the Persian Gulph between Arabia and Persia, the Arabian Sea between Arabia and Hindustan, the Bay of Bengal to the south of Saugor and between Hindustan and Burmah; the gulphs of Siam and Tonquin; the seas of China, Japan, Okhotsk, Kamtschatka; the yellow sea, &c. The Caspian though called a sea is properly a *lake*, because of its being disconnected with the Ocean.

The straits attached to this quarter are the straits of Babel Mandel at the entrance of the Red Sea: of Ormus, at the entrance of the Persian Gulph; of Manaar, Palk, or Cheloa, between the coast of Coromandel and Ceylon; of Malacca, between the peninsula of Malacca and the island of Sumatra; of Sunda, between Sumatra and Java, &c. The Behring's straits separate Asia from America.

The principal lakes in Asia are the Caspian: Aral; Baikal; Durrah; Van; the Dead Sea in Palestine; the Rahwun Rhud and Mansorovara (the latter held so sacred in the Hindu shasters) in Tibet.

The capes in Asia are Ras-al-had on the south east of Arabia; Cape Comorin the Southern extremity of India; Cape Romania; Cape Nympo, &c. The principal rivers in Asia are the Obe, the Yenisei or Enisei, the Lena, the Tigris, the Euphrates, the

এস্যা খণ্ডে নিম্ন লিখিত সমুদ্র, সিন্ধু শাখা, এবং অখাত আছে যথা আরবি এবং মিসর দেশের মধ্য স্থিত লাল সমুদ্র, আরবি এবং পারস দেশ মধ্য স্থিত পারস্য সিন্ধুশাখা, আরবি এবং হিন্দুস্থানের মধ্য স্থিত আরবি সমুদ্র, গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ তথা হিন্দুস্থান এবং ব্রহ্ম দেশের মধ্য স্থিত বঙ্গীয় অখাত, সায়াম এবং তঙ্কিন সিন্ধুশাখা, চীন, জাপান, অকটস্ক কামস্কাটকা সমুদ্র, পীত সমুদ্র ইত্যাদি। কাস্পিয়ান নামক জলরাশিকে সমুদ্র কহা যায় বটে কিন্তু তাহা প্রকৃত সমুদ্র নহে মহা সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন প্রযুক্ত যথার্থতঃ হ্রদ কহা যাইতে পারে।

এস্যা সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত মোহানা আছে যথা লাল সমুদ্রের দ্বারস্থ বাবেল মাণ্ডেল মোহানা, পারস্য সিন্ধু শাখার দ্বার স্থিত অর্মশ মোহানা, করমাণ্ডেল নামক কূল এবং লঙ্কার মধ্য স্থিত মানার, পক, অথবা চিলোরা মোহানা, মলয়া প্রায়দ্বীপ এবং সুমাত্রা উপদ্বীপের মধ্য স্থিত মালাকা মোহানা, সুমাত্রা এবং জাবা মধ্য স্থিত সন্দা মোহানা, এবং এস্যা ও আমেরিকার মধ্য স্থিত বেহেরিং মোহানা।

এস্যার মধ্যে নিম্ন লিখিত হ্রদ আছে, যথা কাস্পিয়ান, আরাল, বৈখাল, দরা, বান, পালিস্তান মধ্য স্থিত মৃত সমুদ্র, তিবেত মধ্য স্থিত রাহ্বান হ্রদ এবং মানস সরোবর। সংস্কৃত শাস্ত্রে মানস সরোবরের প্রসঙ্গ আছে।

এস্যার মধ্যে এই২ অন্তরীপ আছে যথা আরবিস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে রসল হ্রদ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভূম্যগ্র কমোরিন, তথা রোমেনিয়া, নিম্পো হত্যাদি। এস্যার মধ্যে এই২ প্রধান তরঙ্গিণী আছে, যথা ওবী, এনিসেল, লীনা, তিগ্রিশ, ইউফ্রেতিস, আমু অথবা ওক্সশ (অর্থাৎ বোধ হয়